47

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 18 FEB 1997
পৃষ্ঠা: ১ কলাম ২

প্রধানমন্ত্রী আজ বইমেলা উদ্বোধন করবেন ॥ ক্যাম্পাস উত্তপ্ত মুখোমুখি ছাত্রলীগ-ছাত্রদল

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আজ বাংলা একাডেমীর অমর একুশের বইমেলা শুরু হচ্ছে। আজ সকাল সাড়ে দশটায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে বইমেলা উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলা একাডেমীর সভাপতি কবি শামসুর রাহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। স্বাগত ভাষণ দেবেন বাংলা একাডেমীর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

(শেষ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

প্রধানমন্ত্রী আজ

(প্রথম পাতার পর)

মাসব্যাপী বইমেলা আগামী ১৭ মার্চ পর্যন্ত চলবে। ইতোমধ্যে বইমেলা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ বিপক্ষে-পক্ষে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে।

গতকাল বাংলা একাডেমী আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, গ্রন্থমেলায় এবার ৫শ' ৪০টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। মেলার ভিতর প্রাঙ্গণে রয়েছে আড়াই শ' স্টল, বাইরে দু'শ' ৯০টি স্টল। গতবারের চেয়ে এই স্টল সংখ্যা বেশি। গত বইমেলায় মোট স্টল সংখ্যা ছিল ৪শ' ৭৪টি। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, এ বছরের গ্রন্থমেলার বাজেট ১৫ লাখ ৩০ হাজার টাকা। গতবার বাজেট ছিল ১৫ লাখ টাকা। গত বছর ব্যয় হয়েছিল ১৪ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। আয় হয়েছিল ১৩ লাখ টাকা।

এবার রোজা, ঈদ ও অন্যান্য কারণে অমর একুশে বইমেলা দেরিতে শুরু হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ থেকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের পদ শূন্য ছিল। প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা ও ঈদের ছুটির কারণে বইমেলার আয়োজন হয়েছে অনেকটা দায়সারা। সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন দোষত্রুটি স্বীকার করে বলা হয়েছে মেলার ধুলা নিবারণ, নিরাপত্তা ও অগ্নিনির্বাপণের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মঈনুল হাসান, মেলা কমিটির সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান, ফরহাদ খান, সরকার আমিন বক্তৃতা করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়— বাংলা একাডেমীতে বিভিন্ন ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একাডেমী কর্তৃপক্ষের এক বৈঠকে গ্রন্থমেলার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এই সভায় ১১ দফা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে— গ্রন্থমেলার রাস্তা ও অন্যান্য স্থানে দোকান বা স্টল করতে দেয়া হবে না, মেলায় একুশের চেতনার পরিপন্থী আবরণ ও অশ্লীল পোস্টার বিক্রি করা যাবে না, উচ্চৈস্বরে স্পিকার লাগিয়ে শব্দ দূষণ করা যাবে না, স্টলের অশ্লীল নামকরণ করা যাবে না, খাবারের দোকানে লোকজনকে জোর করে প্রবেশ করানো যাবে না, স্টলে অবৈধভাবে বিদ্যুত সংযোগ নেয়া যাবে না, মুক্তিযুদ্ধ ও রাষ্ট্রভাষার চেতনাবিরোধী কোন প্রকাশনা মেলায় থাকবে না। এসব শর্ত ভঙ্গ করলে কর্তৃপক্ষ স্টল বরাদ্দ বাতিল করতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ॥ মুখোমুখি ছাত্রদল-ছাত্রলীগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, বাংলা একাডেমী আয়োজিত মাসব্যাপী বইমেলা উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-পা) ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বইমেলায় প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। ছাত্রদল গ্রহণ করেছে কালো পতাকা প্রদর্শন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী। অন্যদিকে ছাত্রলীগ প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাবে। আজ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী বইমেলা উদ্বোধন করবেন।

সোমবার পৃথক পৃথক সমাবেশে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর আগমনের পক্ষে-বিপক্ষে ক্যাম্পাসে বক্তৃতা করেন। এদিকে বইমেলা উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করায় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বাংলা একাডেমী আয়োজিত সর্বদলীয় ছাত্রবৈঠক থেকে ওয়াকআউট করেন। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ হচ্ছে যে, যথাসময়ে ছাত্র সংগঠনসমূহকে ডাকা হয়নি। নেতৃবৃন্দ এ সময় ছাত্রলীগ কর্তৃক ৪৫টি স্টল দখল এবং প্রধানমন্ত্রীকে বইমেলা উদ্বোধনের আমন্ত্রণ জানানোর প্রতিবাদে ওয়াকআউট করেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে স্বাগত জানিয়ে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করে। অপরাজেয় বাংলার সামনে সংগঠন আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের জন্য আনন্দের দিন। কারণ একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির প্রতিনিধি ও ছাত্রসমাজের দাবি-দাওয়ার প্রতি আন্তরিক একজন প্রধানমন্ত্রী এ ক্যাম্পাসে আসবেন। নেতৃবৃন্দ বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা না করে বাস্তবমুখী ও গঠনমূলক রাজনীতি করার জন্য প্রধান বিরোধী ছাত্রসংগঠনের প্রতি আহ্বান জানান। অপরাজেয় বাংলার সামনে এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি বাহাদুর বেপারী।

এদিকে ডাকসু ভবনের সামনে ছাত্রদল আয়োজিত এক সমাবেশে সংগঠন নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে ছাত্রদল সহযোগিতা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর তিনি উপহার দিলেন দেড় শতাধিক ছাত্রদল নেতা-কর্মীর লাশ। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও বর্তমান সরকার যেভাবে জুলুম ও কারানির্যাতন চালাচ্ছে তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তাঁরা বলেন, এ পবিত্র ক্যাম্পাসে কোন খুনী ও জুলুমবাজ শাসক প্রবেশ করতে পারেনি, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও পারবেন না। সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার কালো পতাকা প্রদর্শন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল, সহসভাপতি আব্দুল খালেক, সাংগঠনিক সম্পাদক মনোয়ার হোসেন রানা ও শাহাবুদ্দিন লাল্টু।